পাম্প হাউজ (গোড়ানচটবাড়ী)

নিষ্কাশন স্লুইচ (গোড়ানচটবাড়ী)

পাম্প হাউজ (কল্যানপুর)

পাম্প হাউজ (ধোলাইখাল)

বাঁধের ঢালে প্রতিরক্ষা কাজ

রামপুরা স্লুইচ-২x১০x৩.০৫ মিঃ x২.৪০মিঃ

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০১৮

ঢাকা সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প

DHAKA INTEGRATED FLOOD PROTECTION PROJECT

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

www.bwdb.gov.bd

বাপাউবো.বাংলা

অবস্থান ঃ

উত্তরে টংগী রেলওয়ে ব্রীজ থেকে তুরাগ নদীর তীর ধরে নগরীর পশ্চিম সীমানা বরাবর অবস্থিত ধউর, মিরপুর, শিরনীরটেক, গাবতলী, কল্যাণপুর, মোহাম্মদপুর ও হাজারীবাগ হয়ে দক্ষিণে বুড়িগংগা নদীর তীরে লালবাগ কেল্লার মোড় পর্যন্ত ৩০ কি.মি. দীর্ঘ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও লালবাগ কেল্লার মোড় থেকে বুড়িগঙ্গা মৈত্রী সেতু পর্যন্ত ৩.৮০ কিঃমিঃ ফ্লাডওয়াল এবং পূর্বদিকে বুড়িগংগা মৈত্রী সেতু থেকে সায়েদাবাদ, মালিবাগ রেলক্রসিং, রামপুরা, প্রগতি সরণী, বারিধারা হয়ে উত্তরে বিমান বন্দর সড়কের সংযোগস্থল হয়ে টংগী ব্রীজ পর্যন্ত বেষ্টিত।

আয়তন ঃ

ঢাকা মহানগরীর পশ্চিমাঞ্চলীয় ১৩৬ বর্গ কি.মি. এলাকা।

পটভূমিঃ

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হয়। এর পর পরই ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশের বন্যা সমস্যার সমাধানকল্পে ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, দেশ এবং বাংলাদেশ সরকার বেশ ক'টি সমীা পরিচালনা করে। সমীক্ষা পরিচালনকালীন সময়েই ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন সরকার বৃহত্তর ঢাকা মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য একটি উচ্চ মতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে। কমিটির প্রণীত রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকা মহানগরকে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষাকল্পে জানুয়ারী ১৯৮৯ সালে সরকার কর্তৃক একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। গৃহীত প্রকল্পটির অধীনে সরকারের নিজস্ব উদ্যোগ ও অর্থায়নে মার্চ ১৯৮৯ হতে বেড়ীবাঁধ/ ফ্লাডওয়াল/ পাইপ স্লুইস/ রাস্তা উঁচুকরণ/ নিষ্কাশন খাল সংস্কারের কাজ হাতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে ফ্যাপ-৮বি এর আওতায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয় এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্পটি গৃহীত হয়। প্রকল্পের আওতায় ৩টি প্রধান অংগ বাস্তবায়ন করা হয় যথাঃ (ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণ (খ) নিষ্কাশন (গ) পরিবেশ উন্নয়ন। ৩টি সংস্থা- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ওয়াসা ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।

ধরণ ঃ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্পটি মহানগর এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বর্জ্য পদার্থ পরিকল্পিতভাবে অপসারণসহ সার্বিকভাবে একটি উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সহায়ক প্রকল্প। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হওয়াতে মহানগরীর অধিবাসীবৃন্দ উল্লেখিত সমস্যাগুলো থেকে নিরাপদ হতে পেরেছে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় যথাযথ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

বাস্তবায়নকাল ঃ

১৯৯১-৯২ হতে ২০০২-০৩ পর্যন্ত

বাস্তবায়ন ব্যয় ঃ

বাপাউবো	৫২,৩১১.৮০ লক্ষ টাকা
ঢাকা ওয়াসা	২৬,৬৫৮.৮০ লক্ষ টাকা
ডিসিসি	৪,৭১৯.০০ লক্ষ টাকা
মোট	৮৩,৬৮৯.৬০ লক্ষ টাকা

প্রধান প্রধান অংগ সমূহ ঃ

ক)	বেড়িবাঁধ (টঙ্গী হতে কেল্লারমোড় পর্যন্ত)	ঃ	৩০.০০	কিঃমিঃ
খ)	আন্ডারপাস নির্মাণ	ঃ	১	টি
গ)	পাইপ আউটলেট নির্মাণ	ঃ	৩২	টি
ঘ)	স্লুইচ নির্মাণ	ঃ	২০	টি
ঙ)	ব্রীজ(৯৯.০০ মিঃ)	ঃ	১	টি
চ)	পাম্প হাউজ (গোড়ানচাটবাড়ী, কল্যাণপুর, ধোলাইখাল)	ঃ	৩	টি
ছ)	ফ্লাডওয়াল নির্মাণ	ঃ	৩.৮০	কিঃমিঃ
জ)	একসেস রোড নির্মাণ	ঃ	১৬.৫০	কিঃমিঃ
	(মিরপুর হতে চীন মৈত্রী সেতু-১ পর্যন্ত)		১৬.০০	কিঃমিঃ
ঝ)	রাস্তা নির্মাণ (সওজ কর্তৃক)	ঃ		
ঞ)	ব্লক দ্বারা বাধেঁর স্লোপ রক্ষা	ঃ	২৫.৮৫	কিঃমিঃ
ট)	জলাধার	ঃ	২৫৮.০৭	হেক্টর
ঠ)	খাল পুনঃখনন	ঃ	৩০.০০	কিঃমিঃ
ড)	বস্তি পুনর্বাসন (পরিবার)	ঃ	৮৭২৫	টি

বাস্তবায়নোত্তর সুফল ঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে রাজধানীর পশ্চিমাঞ্চলের ১৩৬ বর্গ কি.মি. এলাকা নিষ্কাশন ও পরিবেশ উন্নয়নসহ বন্যামুক্ত রাখা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়াও সড়ক ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় শিল্পায়ন ও কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

IMED এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মূল্যায়ন সমীক্ষা অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নে নিম্নবর্নিত সুফলগুলি অর্জিত হয়েছেঃ

- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধেঁর কারণে ঢাকা মহানগরীর পশ্চিমাঞ্চল সম্পুর্ণরূপে বন্যামুক্ত হয়েছে।
- জমির মূল্য, বাড়ী ভাড়া এবং বন্যার ঝুঁকি থেকে সম্পদ রক্ষার পরিমাণ যথাক্রমে ৪.০০ গুণ , ২.৬০ গুণ এবং ৩.০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- নিরবিচ্ছিন্ন কাজের সুযোগ থাকায় শিল্প কারখানার আয় ৭.৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৭৩ গুণ।
- বন্যাজনিত কারণে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমের কোনরূপ বিঘ্ন ঘটেনা।
- প্রকল্পের বাঁধ পাকা রাস্তা হিসেবে ব্যবহারের ফলে মহানগরীর আভ্যন্তরীন সড়কের উপর যানবাহনের ভার লাঘব হয়েছে।
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধেঁর দুপাশে ক্ষুদ্র ব্যাবসা সুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় দরিদ্র মানুষের নতুন আয়ের সংস্থান হয়েছে।
- সার্বিকভাবে প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে।